Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
Volume-XII, Issue-IV, July 2024, Page No.36-42
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

নবযুগে নবরূপে দ্রৌপদী

শর্মিষ্ঠা দাস
ছাত্রী, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলা বিভাগ, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:

Mythological re-creation is very common literary genre in Bengali literature. This genre is presented in all areas like poetry, fiction and drama. The mythological stories like 'Astadash Puranas', 'Mahavarata', Ramayana', 'Vagavata' etc have been reshaped in modern context.

Droupadi, one of the carecters of Mahavarata, has become mordernised. Even in the modern age where woman have to fight for their rights, their safety is in question. Droupadi presented as the protester against woman presecution. We find Droupadi as the pioneer of modern woman's movement. Droupadi is presented in a new form in the new age.

Keywords: মহাভারতের নারী, নারী মুক্তি আন্দোলন, দ্রৌপদীর নবরূপ, নারীর অধিকার, দ্বন্দ্ব মুখর সমাজ, নারী নির্যাতন, প্রতিবাদী চরিত্র, আধুনিক মানসিক দ্বন্দ্ব।

ভারতীয় সংস্কৃতির অন্যতম সাহিত্য ধারা পুরাণ সাহিত্য। প্রাচীন ভারতবর্ষে পুরাণের সংখ্যা আঠারোটি। প্রতিটি পুরাণের নানা কাহিনীর সাথে একে অপরেরে যোগাযোগ রয়েছে। রামায়ণ মহাভারতের মত জাতীয় মহাকাব্যকেও পৌরাণিক ধারায় ফেলা হয়েছে। পুরাণ সাহিত্যকে বিশ্লেষণ করলে হাতে গোনা কিছু নারীদের পরিচয় পাই যাদের বর্তমানের প্রেক্ষিতে বারবার স্মরণ করা হয়। তাঁদের সামাজিক প্রেক্ষাপট বর্তমানের সমকক্ষ হয়ে ওঠে। সবচেয়ে বেশি যিনি আমাদের মানসপটে দাগ কাটেন তিনি হলেন মহাভারতের দ্রৌপদী। পুরাণে আমরা যেসব নারীদের পরিচয় পাই তাঁরা প্রায় সকলেই প্রতিব্রতা, দুর্বল, দয়াবতী কিংবা শঠ, ষড়যন্ত্র পরায়ণা। তাঁরা প্রায় সকলেই পুরুষের অধীন। পুরুষের ছায়ার বাইরে তাঁদের নিজস্ব সত্ত্বাকে আমরা ফুটে উঠতে দেখি না। নায়িকা চরিত্রের মধ্যে দৃঢ়তা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্রতা বা প্রতিবাদী মানসিকতার পরিচয় পাওয়া কঠিন। কিন্তু দ্রৌপদী চরিত্রটি এদের থেকে ভিন্ন। তাঁর মধ্যে বেদব্যাস অদ্ভুত উপায়ে কিছু অনন্য বৈশিষ্টের সমাগম ঘটিয়েছেন। তাঁর বাগ্মিতা, তাঁর দূরদর্শিতা, জ্ঞান বারবার পঞ্চপাণ্ডবকে বিপদ থেকে রক্ষা করেছে। তিনি পুরুষতন্ত্রের সভায় দাঁড়িয়ে তাঁদের প্রতি প্রশ্নবাণ নিক্ষেপেও পিছপা হননি।

ভারতের জাতীয় মহাকব্য মহাভারতের পঞ্চ নারীর অন্যতমা নারী হলেন দ্রৌপদী। তিনি দ্রুপদ কন্যা, পাণ্ডবপত্নী। কিন্তু এইসব পরিচয় ছাড়াও কি তাঁর নিজস্ব কোনও স্বতন্ত্র পরিচয় কি মহাভারতের পাতায় আমরা খুঁজে পাই না। সেই স্বতন্ত্রতার সন্ধানে লিপ্ত হয়েছেন আধুনিক যুগের সাহিত্যকরা। তাঁরা দ্রৌপদীকে নবযুগের রঙে রাঙিয়ে নবরূপে রচনা করেছেন। সেই আলোচনায় জাওয়ার আগে আমরা পুরাণের দ্রৌপদীর

স্বরুপকে বোঝার চেষ্টা করতে পারি। পাঞ্চালরাজ দ্রুপদ দ্রোণাচার্যের উপর প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য দ্রোণ বধে সক্ষম পুত্রের আশায় যাজ ও উপযাজ মুণির স্মরণাপন্ন হন। তাঁদের যজ্ঞাগ্নি থেকে ধৃষ্টদ্যুম্ন নামে পুত্র ও এক পূর্ণযৌবনা কন্যা লাভ করেন। যজ্ঞাগ্নি উত্থিতা যাজ্ঞসেনীকে বেদব্যাস বর্ণনা করেছেন-

> " কুমারী চাপি পাঞ্চালী বেদিমধ্যাৎ সমুত্থিতা।[1]
> সুভগা দর্শণীয়াঙ্গি স্বসিতায়ত লোচনা।।
> শ্যামা পদ্মপলাশালাক্ষী নীলকুঞ্চিত মুধর্জা।
> তাম্রতুঙ্গনখী শুভ্রশ্চাচুপীন পয়োধরা।।
> মানুষং বিগ্রহং কৃত্বা সাক্ষাদমরবর্ণিনী।
> নীলোৎপলসমোগন্ধ যস্যাঃ ক্রোশাৎপ্রধাবতি।।"

অতএব দেখাযাচ্ছে দ্রৌপদীর জন্ম উদ্দেশ্য প্রণোদিত। তাই হয়তো তাঁর স্বয়ম্বর সভায় যখন এক দরিদ্র ব্রাম্ভনের বেশে অর্জুন তাঁকে লাভ করে ও গৃহে গমন করে তখন দ্রুপদ রাজ পুত্রকে তাঁদের পশ্চাতে প্রেরণ করে তাঁদের ক্ষত্রিয়ত্তের পরিচয় জানেন, এমনকি ঘটনাক্রমে পঞ্চস্বামীর পত্নী তাঁকে হতে হবে জেনেও তাঁর পিতা বিবাহে সম্মতি দেন। আসলে পঞ্চপাণ্ডবের দ্বারা দ্রোণাচার্যের ক্ষতি সাধনের সম্ভাবনা জেনেই তিনি এই অসামাজিক সিদ্ধান্তে রাজী হন। এর পরবর্তী দ্রৌপদীর জীবনে যে লাঞ্ছনা, জটিলতা নেমে এসেছে সেবিষয়ে আমরা অবগত। তাঁর জীবনপ্রবাহে আমরা একটা পরিচয় পাই যে পৌরাণিক কালের নারী হলেও তাঁর মধ্যে এক স্বতন্ত্রতা অবশ্যই বিরাজমান ছিল জা তাঁকে কালজয়ী নায়িকা করে তুলেছিল। যে যুগে নারীর কণ্ঠস্বর পুরুষশাসিত সমাজে বিলীন হয়ে গিয়েছিল সেই যুগে দাঁড়িয়েও আমরা দ্রৌপদীর এক বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের পরিচয় পাই। রাজশেখর বসু তাঁর মহাভারতের বাংলা সারানুবাদের ভূমিকায় দ্রৌপদী সম্পর্কে লিখেছিলেন-

> " তিনি তেজস্বিনী স্পষ্টবাদিনী, তীক্ষ্ণ বাক্যে নিষ্ক্রিয় পুরুষদের উত্তেজিত করতে পারেন। তাঁর বাগ্মিতার পরিচয় অনেক স্থানে পাওয়া যায়।"[2]

জীবনে নানা ক্ষেত্রের লাঞ্ছনাকে তিনি মুখবুজে সহ্য করেননি, বরং স্বামীদের উদ্বুদ্ধ করেছেন এর প্রতিশোধ নিতে। বেদব্যাস দ্রৌপদীকে পৌরাণিক মহলে এক স্বতন্ত্র নারীরূপে গড়ে তুলেছিলেন। জীবনের শেষকাল পর্যন্ত তিনি জীবনের সাথে লড়াই করে গেছেন, যা নারীর জীবনযুদ্ধের পরিচায়ক।

আধুনিক কালের দ্বন্দ্ব মুখর পরিস্থিতি নারীর স্বতন্ত্রতা প্রতিষ্ঠার অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। নারী নির্যাতন, নারী স্বাধীনতা হরণ, ধর্ষণ প্রভৃতি মননশীল শিল্পীদের আলোড়িত করেছিল।তাঁরা পুরাণের নারীদের নবরূপে উপস্থাপন করে এইসব অনৈতিকতার বিরোধিতা করেছিলেন। নারী নির্যাতনের কথা উঠলেই আমাদের মনে প্রথমেই ভেসে ওঠে কুরুসভায় দ্রৌপদীর লাঞ্ছনার কথা। তাই আধুনিক কালের সাহিত্যিকগণ দ্রৌপদীকে নিয়ে গড়ে তুলেছেন তাঁদের নিজস্ব মন রাজ্য। যেখানে কৃষ্ণা আধুনিক নারী জাগরণের শরিক হয়েছেন। পুরাণের সবচেয়ে তেজস্বী নারী দ্রৌপদীও তাঁদের রচনার বিষয় হয়ে উঠেছিলেন। আধুনিক

[1] Adi parva in Sanskrit by Vyasadeva and commentary by Nilkanta (Editor : Kinjawadekar 1929)

[2] (রাজশেখর বসু, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যসকৃত মহাভারত সারানুবাদ) পৃষ্ঠা ১৫

সমাজিক প্রেক্ষাপটে মহাভারতের নারীকে দাঁড় করিয়ে লেখকেরা দেখাতে চেয়েছেন এযুগেও একই পরিস্থিতিতে নারীর অপমান হয়। সাহিত্যের নানা আঙ্গিকে দ্রৌপদীর নবরূপ পরিলক্ষিত হয়েছে, যেমন- উপন্যাসের ক্ষেত্রে দীপক চন্দ্রের 'দ্রৌপদী চিরন্তনী' বা বানী বসুর 'পাঞ্চাল কন্যা কৃষ্ণা' উপন্যাস দুটি দৃষ্টিগোচর হয়। পৌরাণিক প্রেক্ষাপটে দ্রৌপদী নবযুগের সমাজ ভাবনা দ্বারা পরিকল্পিত হয়েছেন। দীপক চন্দ্র যেন নবযুগের মহাভারত রচনা করেছেন। উক্ত উপন্যাসের ভূমিকায় লেখক লিখেছেন-

> "দ্রৌপদীর নারী ব্যক্তিত্বের প্রতি সকলের কৌতূহল দুর্বার। মানুষের সেই কৌতুহলিত বাসনার পটে দ্রৌপদীকে দেখতে ও দেখাতে পরিচিত পৃথিবীর বাস্তব সীমানায় তাঁকে হাজির করেছি। "[3]

অর্থাৎ তিনি দ্রৌপদীকে আধুনিক যুগের পরিপন্থী রূপে গড়ে তুলেছেন। উপন্যাসের প্রথম থেকেই দ্রৌপদী লেখকের ভাবনায় স্বতন্ত্র রূপ। উপন্যাসে দ্রৌপদী নিজের উপর হওয়া অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছে। মহাভারতের সভা পর্বে দ্রৌপদীকে যখন যুধিষ্ঠির দ্যূত ক্রিয়ায় হেরে যান ও ভীমকে দ্রৌপদীর কাছে এই দুঃসংবাদ দিতে পাঠানো হয় তখন দ্রৌপদী অবলা নারীর ন্যায় অশ্রুপাত করেছেন, তিনি যুধিষ্ঠিরকে তাঁর কৃতকর্মের সত্যাসত্য জিজ্ঞাসা করেছেন, কিন্তু দ্যূত ক্রিয়ার মত জঘন্য খেলায় নিজ পত্নীকে পন্যের মত পণ রাখার মত অন্যায়ের বিশেষ প্রতিবাদ করেননি, কিন্তু উপন্যাসে দ্রৌপদীর প্রতিবাদী কণ্ঠ আমরা শুনতে পাই

> "স্বামী আমার জীবনের সব আনন্দ অবহেলা, উপেক্ষার আঘাতে দলিত মথিত হয়েছে বারবার। আমার অন্তরকে এভাবে নিঃশেষ করে ফেললে কি দিয়ে তোমারা প্রেমকুঞ্জ রচনা করবে? আমিও বা কি দেব তোমাদের? কোথায় পাব প্রেমের উষ্ণতা?"[4]

এভাবেই সমগ্র উপন্যাসে দ্রৌপদীর উপর হওয়া নানা অপমানের প্রতি সওয়াল করেছেন লেখক। দ্রুপদ কন্যার জন্মবৃত্তান্ত, লৌকিক জীবন পর্যালোচনা করে দেখানো হয়েছে দ্রৌপদী কি সত্যই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের জন্য দায়ী নাকি এর পশ্চাতে ছিল রাজনৈতিক আগ্রাসন। উপন্যাসের নাম 'পঞ্চকন্যা কৃষ্ণা'। এ উপন্যাসে লেখিকা দ্রৌপদীর নামকরণের স্বতন্ত্রতাকে যেমন দৃশ্যায়িত করেছেন তেমনি দ্রৌপদীর সাথে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনার পশ্চাতে পাঞ্চালীর সূক্ষ্ম মনোবিশ্লেষণ লক্ষ্য করা যায়। দ্রৌপদীর সাথে তাঁর পঞ্চ স্বামীর সম্পর্ক কেমন ছিল বা বাধ্য হয়ে পাঁচ জন পুরুষকে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করতে তাঁর মনে অবস্থা কি রকম হয়েছিল সে বিষয়ও লেখিকা আমাদের নতুন ধারনা দিয়েছেন। ভারত মহাকাব্যে এইভাবে দ্রৌপদীর মনোবিশ্লেষণ কখনই সম্ভবপর হয়নি।

আধুনিক যুগের সমাজে লুকিয়ে রয়েছে বহু দুঃশাসন, দুর্যোধনেরা যারা নারী নির্যাতনের দ্বারা সমাজকে কলুষিত করে আবার স্বমহিমায় বিচরণ করে। আধুনিক কালের দ্রৌপদীরা যখন সমাজ বদলানোর কাজে নিযুক্ত হয় তখন তাদের নানা ভাবে নিগ্রহ করে মুখ বন্ধ করার চেষ্টায় লিপ্ত হয় পুরুষতন্ত্রের মাথারা। আধুনিক বহু ছোট গল্পকারেরা দ্রৌপদীকে নিয়ে তাঁদের উদ্দেশ্যমূলক গল্পকে অন্যমাত্রা দিয়েছেন। যেমন- নকশাল আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে রচিত মহাশ্বেতা দেবীর 'দ্রৌপদী' গল্পে এরকমই এক আদিবাসী রমণীকে পুরাণের দ্রৌপদীর সাথে তুলনা করা হয়েছে। সাঁওতাল রমণীর এহেন মার্জিত নাম যেমন অনন্য তেমনই অনন্য তার চরিত্র। শুধু নাম দোপদি মেঝেন নয় তাঁর সাথে ঘটে যাওয়া চরম অপমানও আমাদের পুরাণের

[3] দীপক চন্দ্র, দ্রৌপদী চিরন্তনী , দে'জ পাবলিশিং , ৫ম সংস্করণ, ভূমিকা অংশ

[4] দীপক চন্দ্র, দ্রৌপদী চিরন্তনী , দে'জ পাবলিশিং , ৫ম সংস্করণ, অষ্টম পরিচ্ছদ, পৃষ্ঠা- ৮১

দ্রৌপদীর কথা মনে করিয়ে দেয়। নিজের জীবনের পরোয়া না করে যে মানুষ গুলো অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছিল তাঁদের এইরকম রক্তাক্ত পরিণতি কাম্য ছিল না। স্বামীহারা শিক্ষালোকহীন দোপদি একটা কথা বুঝেছিল সংগ্রামই তাঁদের জীবনের নিয়তি। খোঁজিয়াল দোপদি মেঝেন পুলিশ দ্বারা ধৃত হয়ে পৌছায় সরকারি ক্যাম্পে। সেখানে সার্জেন সাহেবের আদেশে চলে তাকে 'বানিয়ে তোলার' কাজ। সারারাত গণ ধর্ষিত হয়ে সকালে সার্জেন সাহেবের সামনে দ্রৌপদী তিব্র প্রতিবাদে ফেটে পড়ে। ঠিক যেমন মহাভারতের দ্রৌপদী দ্যূত সভায় গুণী বিজ্ঞ সভাজনদের সম্মুখে প্রশ্ন করেছিলেন যে তার সম্মান রক্ষার্থে এই সভার কারোর কিছুই কি করবার নেই, ঠিক তেমনি গল্পেও দ্রৌপদী বলেছে –

> " কাপড় কি হবে, কাপড়? ন্যাংটা করতে পারিস কাপড় পড়াবি কেমন করে? মরদ তু? "[5]

হাস্যরসিক পরশুরামের 'পঞ্চপ্রিয়া পাঞ্চালী' গল্পে এক তেজদিপ্ত নারীর পরিচয় পাই।

> " দ্যূত সভার অপমান আর রাজ্যনাশের দুঃখ দ্রৌপদী ভুলতে পারেন নি । তিনি প্রায়ই বিলাপ করতেন যে তাঁর জ্যেষ্ঠ পতির নির্বুদ্ধিতা এবং অন্যান্য পতির অকর্মণ্যতার জন্যই এই দুর্দশায় পড়তে হয়েছে। "[6]

গল্পে দেখা যায় সে পাণ্ডবদের প্রতি অভিমান করেছে। সে স্বছন্দে পাণ্ডবদের সমালোচনা করেছে। একান্ত পতিব্রতানারী যে এভাবে স্বামীদের কটাক্ষ করতে পারে তা এই গল্প না পড়লে বোঝা যাবে না। দ্রৌপদীকে নিয়ে কাহিনীবয়নে হাস্যরসের প্রভাব অধিক থাকলেও এখানে তাঁর নব রূপায়ন ঘটেছে বলা যায়।

মহাভারতের পাতাতেই দ্রৌপদী চরিত্রের জটিল মাস্সিক্তা লক্ষ্য করা গেছে। তিনি অর্জুনের প্রতি আসক্তি বশত তাঁর গলাতেই বরমাল্য দেন। তবুও তাঁকে পঞ্চ স্বামীর ঘর করতে হয়েছে, তিনি ভাগ্যকে মেনেও নিয়েছিলেন। তাঁদের সন্তানের তিনি জননী। কিন্তু তাঁর মনের অবস্থার কথা বেদব্যাস একবারও আমাদেরকে জানাননি। আধুনিক মনোবিজ্ঞানের কালে দ্রৌপদীর মানসিক দিকটির নব নব দিগন্ত লেখকদের কাছে উন্মচিত হয়েছে। তাঁকে শুধু গল্প বা উপন্যাসে নয় নাটকের রঙ্গমঞ্চে নতুন রূপে সাজিয়ে তোলা হয়েছে। তাঁর দূরদর্শিতা, তৎপরতা সর্বদা পাণ্ডবদের জয় নিশ্চিত করেছে। তাঁর বুদ্ধির পরিচয় আমরা মহাভারতেই পেয়েছি। তবে বুদ্ধদেব বসু যে দ্রৌপদীকে এঁকেছেন তিনি নিজ সিদ্ধান্তে অটল। পাণ্ডব বিজয়কে নিশ্চিত করতে তিনি পরপুরুষ কর্ণের সাথে নির্জন নদী তীরে স্বচ্ছন্দে কথোপোকথন করেছেন। এই ব্যবহার কুরু বংশের কোন গৃহবধূই হয়তো ভাবতেও পারতেন না। কিন্তু উক্ত নাটকে আমরা আধুনিকা স্বাধীন নারীর পরিচয় পাই যিনি নিজ হৃদয়ের সুপ্ত ইচ্ছাকে ব্যক্ত করতে নির্দ্বন্দ্ব চিত্ত। বুদ্ধদেব বসুর 'প্রথম পার্থ' কাব্য নাট্যে কর্ণের সাথে দ্রৌপদীর কথপোকথনে উঠে এসেছে পাঞ্চালীর অন্তরের কথা। যেখানে মহাভারতের স্বয়ম্বর সভায় দ্রৌপদী নিজে কর্ণকে বরণ করতে অসম্মতির কথা ঘোষণা করেছিলেন সেখানে এই নাটকে দ্রৌপদী নিজেই জানিয়েছেন তিনি কর্ণের বন্ধুত্ব চান। অবশ্য এর পশ্চাতে দ্রৌপদীর উদ্দেশ্য ছিল স্বামীদের কল্যাণ তবুও বুদ্ধদেব বসু দ্রৌপদীর সুপ্ত ইচ্ছাকে ব্যক্ত করেছেন –

---

[5] মহাশ্বেতা দেবী, মহাশ্বেতা দেবীর ছোটগল্প সংকলন, ন্যাশানাল বুক ট্রাস্ট ইন্ডিয়া

[6] রাজশেখর বসু, পরশুরাম গল্প সমগ্র, প্রথম সংস্করণ, এম সি. সরকার এন্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, পৃষ্ঠা – ৪৬২

> "সম্ভব নয় কি কর্ণ সম্ভব নয় কি, এখানে এই আকাশের তলে নিজ নিতায় মুহূর্তের জন্য কয়েক মুহূর্তের জন্য তুমি ভুলে যাবে আমি তোমার বৈরী পত্নী, আমি ভুলে যাবো তোমার উপর আমার আক্রোশ, সম্ভব কি নয়, সম্ভব কি নয় মুহূর্তের জন্য তোমার আর আমার মধ্যে প্রীতিবিনিময়?"[7]

'নন্দনকাননে দ্রৌপদী' নাট্যাংশে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় দেখিয়েছেন স্বর্গরাজ্যে কর্ণ ও দুর্যোধন দ্রৌপদীকে লাভ করার ইচ্ছায় লালায়িত, এ কথা স্বয়ং দেবদূতের উক্তিতেই জানা যায়-

> "স্বর্গে কেউ কারও স্বামী কিংবা জায়া নয়, কেউ ভ্রাতা ভগ্নী নয়, সন্তান বা জন্মদাতা দাত্রী নয়, নর জন্মের সব সংস্কার মুছে দিতে হয়, এ যে চির যৌবনের রাজ্য, এই বিমূর্ত ভুবনে প্রাক্তন সম্পর্ক যেন ছায়া মূর্তি, ধরা ছোঁয়া যাবে না কিছুতে। কর্ণ আজ দ্রৌপদীকে চেয়েছেন, এখানে অন্যের উপস্থিতি মান্য যোগ্য নয় কোনক্রমে।" [8]

নাটকে দ্রৌপদী মুক্ত বিহঙ্গের ন্যায় বিচরণ করেছেন নিজ পূর্ব জন্মের বাসস্থানে। নন্দন কানন তাঁর মনে এনেছে এক অদ্ভুত কামনা। তিনি নিজেকেও এই সৌন্দর্যে মিলিয়ে দিতে চেয়েছেন। এই হয়তো স্বর্গরাজ্য যেখানে –

> "রমণীরা সবাই স্বাধীনা, তাঁরা স্বেছাপ্রণয়িনী, সম্পর্ক শৃঙ্খল নেই, অথচ প্রত্যেকে প্রত্যেকের।"[9]

তাঁর মনে আর কুরুক্ষেত্রের ভয়াবহতার কোনো চিহ্ন নেই। তাঁকে দেখা যায় কর্ণকে মাপ করে দিতে। তিনি আর সেই মর্ত লোকের কোনো কথাই মনে রাখতে চান না। যে দ্রৌপদী একদিন পাণ্ডবদের দুর্যোধনের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ করেছিলেন তিনিই দুর্যোধনকেও ক্ষমা করে দিয়েছেন। তাঁর সাথেও বন্ধুত্বে মত্ত হয়েছেন। সেখানে যুধিষ্ঠির তাঁকে বারবার ডাকলেও তিনি সাড়া দেননি। আসলে নন্দন কাননে আমরা অন্য এক দ্রৌপদীকে লক্ষ্য করি যে আত্মমগ্নতায় নিবিড়। তিনি এখন অন্য পুরুষের সঙ্গ চান। নারী স্বাধীনতার চরম তম রূপ সুনীল গঙ্গপাধ্যায় আমাদের এই নাটকে ব্যাখ্যা করেছেন। দ্রৌপদী আপন কামনা কর্ণের সম্মুখে নির্দ্বিধায় প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছেন –

> " তোমাকে পেতাম যদি, কর্ণ, তবে যুদ্ধের অনল সহজেই নিবে যেত, সপার্ষদ ধ্বংস হতো কপট ব্রাম্ভন"[10]

আধুনিক নারীর নিজ কামনা অবাধে প্রকাশের স্বাধীনতা দিয়েছেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। স্বাধীনতা উত্তর দ্বন্দ্ব মুখর সমাজ ব্যাবস্থায় নারীর প্রতি নৃশংস অত্যাচার প্রত্যক্ষ করে তিব্র বেদনার অভিব্যাক্তি ঘটিয়েছেন 'নাথবতী অনাথবৎ' নামক নাটকে। নাটকটি শাঁওলী মিত্র বিশেষ কিছু ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে রচনা করেছিলেন। নারীদের উপর চরম অস্মমানের প্রতিবাদ করতে তিনি বেছে নেন মহাভারতের দ্রৌপদীকে। নাটকের ভূমিকায় লেখিকা বলেছেন-

---

[7] বুদ্ধদেব বসু, অনাম্নী অঙ্গনা ও প্রথম পার্থ, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ- নভেম্বর, ১৯৬০, পৃষ্ঠা-১১৭

[8] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, নাটক ও কাব্য নাটক সমগ্র, আনন্দ পাবলিশার্স, দ্বিতীয় সংস্করণ

[9] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, নাটক ও কাব্য নাটক সমগ্র, আনন্দ পাবলিশার্স, দ্বিতীয় সংস্করণ

[10] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, নাটক ও কাব্য নাটক সমগ্র, আনন্দ পাবলিশার্স, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃষ্ঠা- ১৮৩

> "আজকের যেকোনো সাধারণ মানবীও হয়তো সেই মহাভারতের অতুলনীয়ার সঙ্গে, তাঁর ভয়ানক অসম্মানের জীবনযাপনের সঙ্গে, নিজেকে মিলিয়ে নিতে পারবেন। এমন একাত্ম বোধ ঘটতে এই প্রায় ৩০ বছর ধরে আমি বহুবার দেখেছি!

শুধু নারীই হয়তো নয়। হয়তো আজকের কোনো কোনো পুরুষ তখনকার সেই পুরুষদের ব্যবহারের সঙ্গে, নিজেকে মিলিয়ে নিতে পারেন। হয়তো কোনো নারীর চোখ দিয়ে আবিষ্কার করতে পারেন তার সম্মান – অসম্মান বোধের সঙ্গে সে নারীর ব্যক্তিগত মর্যাদার বোধ কীভাবে লগ্ন হয়ে আছে। যেমন দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামীকে গ্রহণ করতে বাধ্য হওয়া। তার মধ্যে যে অত অসম্মান লুকিয়ে আছে, সেকথা বহু পুরুষ দর্শক কখনো ভাবেন নি – এমনটা জানিয়েছেন অভিনয়ের শেষে। পুরুষকে প্রতিহত করতে অথবা আঘাত করতেই বা নারীরা কোন পথ বেছে নেয়, তার মনস্তত্ত্বাত্তিক কারণই বা কি! ... তার মনের মধ্যে কি ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া চলে – তাও হয়তো ঔৎসুক্যের বস্তু হয়ে ওঠে।"[11]

নামকরণ থেকেই বোঝাযায় পাঁচজন ক্ষত্রিয় স্বামী থাকতেও দ্রৌপদীকে অনাথের ন্যায় কুরুসভায় নির্যাতিত হতে হয়েছিল। এযুগেও বহু শিক্ষিত, ভদ্র, জ্ঞানী মানুষের মধ্যে থেকেও নারী নির্যাতন লুপ্ত হয়নি বরং তা আরও বিপুল রূপ ধারণ করেছে। শাঁওলী মিত্র এই নাটকে কথকতার আশ্রয়ে দ্রৌপদীর জটিল যন্ত্রণা মুখর জীবন চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। দ্রৌপদীর জীবনে এ জটিলতা কেন, তা যুধিষ্ঠিরের ধর্মের আড়ালে কাপুরুষতার জন্য নাকি শুধুই ভাগ্যের ফের তা বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে। যে পার্থকে শে বীরত্বের মোহে বরণ করে নিয়েছিল সেই পার্থের যথার্থ সান্নিধ্য তার লাভ হয়নি। সে হয়তো এই সান্নিধ্যটুকু পাওয়ার আশাতেই পঞ্চস্বামীকেও মেনে নিয়েছিল। অজ্ঞাতবাসে থাকাকালীন কীচকের হাতে নিগৃহীত হলেও পঞ্চপাণ্ডব কিছুই করেনি। ভীম পরবর্তী সময় তার অপমানের প্রতিশোধ নিয়েছে, তবু সে যাকে হৃদয় দিয়েছিল সেই বীর অর্জুন ছিল নীরব। যে দ্রৌপদী বারবার কুরুক্ষেত্রের জন্য পঞ্চ পাণ্ডবকে উৎসাহিত করেছিল সেই দ্রৌপদীই এই যুদ্ধের অসারতার কথা চিন্তা করে আঁতকে উঠেছে, সে কৃষ্ণকে জানিয়েছে –

> "আমি যদি আমার ব্যক্তিগত অপমান ভুলে যাই সখা কৃষ্ণ, তাহলে কি ধর্মরাজ্য আসবে পৃথিবীতে? তুমি কি এই অঙ্গীকার করতে পারো, যে তাহলে আর কোনো নারী ভবিষ্যতে অনুরূপ ভাবে লাঞ্ছিতা হবেন না? এই ক্ষমায় কি সেই স্বর্গ রাজ্য আসবে পৃথিবীতে? বল কৃষ্ণ - ! "[12]

তার জটিল জীবনকে আধুনিক মনোবিশ্লেষণের দ্বারা নাটকে উপস্থাপন করা হয়েছে। তাইতো দ্রৌপদীর-

> "সব শূন্য মনে হয়। সব অর্থহীন মনে হয়। মনেহয় তার জীবন তো কোনো সার্থকতা পেল না।"[13]

শেষ পর্যন্ত তার আত্ম বিশ্লেষণে ধরা পড়ে ভীমই তার যথার্থ রক্ষাকর্তা ছিল। তাই তো দ্রৌপদী বলে –

> "আর জন্মে তুমি কেবল আমার হয়ও ভীম। তোমার কোলে মাথা দিয়ে আমি তবে একটু শান্তিতে ঘুমোতে পারব। কেবল তুমি আমার হয়ও ভীম। তুমি, কেবল তুমি আমার হয়ও।"[14]

---

[11] শাঁওলী মিত্র, নাথবতী অনাথবৎ, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, চতুর্থ মুদ্রণ, ভূমিকা অংশ , পৃষ্ঠা – ৫
[12] শাঁওলী মিত্র, নাথবতী অনাথবৎ, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, চতুর্থ মুদ্রণ, দ্বিতীয়ার্ধ , পৃষ্ঠা-৬২
[13] শাঁওলী মিত্র, নাথবতী অনাথবৎ, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, চতুর্থ মুদ্রণ, পৃষ্ঠা- ৬৪
[14] শাঁওলী মিত্র, নাথবতী অনাথবৎ, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, চতুর্থ মুদ্রণ, দ্বিতীয়ার্ধ, পৃষ্ঠা – ৭০

নাটকটিতে নারীর সামাজিক অবস্থানের স্পষ্ট প্রতিবাদ ফুটে উঠতে দেখা যায়। যে বার্তার বাহক দ্রৌপদী।

মহাভারতের দ্রৌপদী চরিত্রের অসাধারণত্ব আধুনিক যুগের লেখকদের বারবার তাঁকে নিয়ে ভাবতে সাহায্য করেছে। আধুনিক প্রেক্ষাপটে তাঁর সমকালীন পরিস্থিতিকে বিকৃত না করে আধুনিক লেখকেরা তাঁকে নিয়ে এক নতুন মহাভারত রচনায় ব্রতী হয়েছেন। তাঁর চরিত্রের দৃঢ়তা তাঁকে আধুনিক প্রেক্ষাপটেও অসাধারণত্ব দান করেছে। আধুনিক দ্বন্দ্ব মুখর, পুঁজিবাদী সমাজে যখন নারীর স্বাধীনতা বিঘ্নিত হচ্ছে সেই সময় দ্রৌপদী আমদের মান্সপ্তে প্রতিবাদের স্বরধ্বনিতে পরিণত হয়েছেন। সুদূর দ্বাপর যুগ থেকে দ্রৌপদী চরিত্রকে বেছে নিয়ে আধুনিক সাহিত্যিকগণ নিজ নিজ কল্পনার আলোকে নবরূপ দান করেছেন। স্বাধীনতা উত্তর সামাজে সভ্যতার অসীম উন্নতি সাধন হলেও নারীকে এখনও কটাক্ষের সম্মুখীন হতে হয়। এখনও দুঃশাসন দুর্যোধনের হাতে দ্রৌপদীদের অপমানিত হতে হয়। শিক্ষিত সমাজ এর প্রতিবাদে বিমুখ থাকে। এরূপ নুব্জ সমাজব্যবস্থার প্রতি তিব্র প্রশ্নবাণ ছুঁড়ে দিতে উৎপত্তি হয়েছে এই যাজ্ঞসেনীর। যে বারবার চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় আমাদের সমাজের অন্ধকার দিককে। আধুনিক মনোবিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গিতে দ্রৌপদীর মনের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ তাঁকে এক অন্য শিল্পরূপ দান করেছে। পরবর্তীকালে হয়তো আমরা আবার যখন নারী নির্যাতনের সন্মুখিন হব দ্রৌপদী আমাদের প্রতিবাদের কণ্ঠ হয়ে উঠবে।